

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শুংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮- ৬৪৬

তারিখ- ০৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

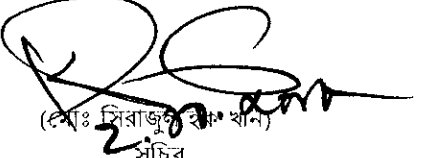
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের গত ০১/১২/২০১৭ হতে ০৬/০৮/২০১৮ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন,

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালায় অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।


(স্বাক্ষর: সিরাজুল ইসলাম খান)
সচিব

ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১)

সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
মুলাদি, বরিশাল

সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশাল।


(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-মিরপুর, ইউনিয়ন-ময়নামতি, পোষ্ট-ময়নামতি বাজার, উপজেলা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮- ৬৪৬/২৬

তারিখ- ০৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

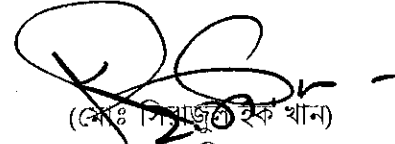
- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৩। উপপরিচালক (শুংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। সিভিল সার্জন, বরিশাল।
- ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মুলাদী, বরিশাল।
- ৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।


(শামীমা নাসরীন)
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের গত ০১/১২/২০১৭ হতে ০৬/০৮/২০১৮ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।


(ডাঃ প্রসেনজিত সাহা)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শুংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৮-৬৪৭

তারিখ- ০৬.১০.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭), প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইডিএফ শাখা, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

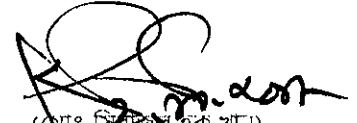
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭), প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইডিএফ শাখা, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকার গত ০২/০২/২০১৪ হতে ২৬/১১/২০১৭ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন,

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) দ্বারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালায় অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রককারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনামি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।


(মোঃ সিদ্দিকুল হক খান)
সচিব

ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭)

প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইডিএফ শাখা

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।

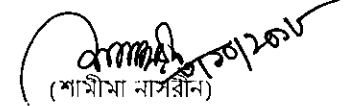
(স্থায়ী ঠিকানাঃ ১৯২, ইব্রাহীমপুর, কামরুল, ঢাকা)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৪.২০১৮-৬৪৭/৪৫)

তারিখ- ০৬.১০.২০১৮ খ্রিঃ

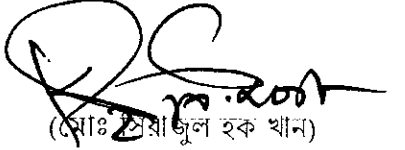
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৩। পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। উপপরিচালক (শুংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।


(শামীমা নাসরিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ সুরাইয়া বেগম (১১৪০২৭), প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইডিএফ শাখা, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকার গত ০২/০২/২০১৪ হতে ২৬/১১/২০১৭ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।


(মোঃ প্রয়াজুল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শুংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭২.২০১৮- ৩৪৮

তারিখ- ০৬.১১.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিষ্টার (ইএনটি), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ার বিদ্যুৎ সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

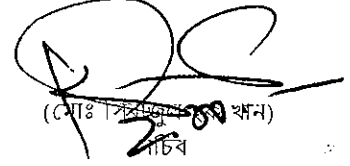
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিষ্টার (ইএনটি), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ার গত ০৯/০৯/২০১৭ হতে ০৫.০৮.২০১৮ পর্যন্ত লিয়েন বর্ষিত না করে অননুমোদিতভাবে লিয়েনে কর্মরত ছিলেন,

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অননুমোদিত লিয়েন সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শুংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) দ্বারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালায় অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।


(মোঃ শামসুদ্দিন খান)
সচিব

ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮)
প্রাক্তন সহকারী রেজিষ্টার (ইএনটি)
শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭২.২০১৮- ৩৪৮(২৪)

তারিখ- ০৬.১১.২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

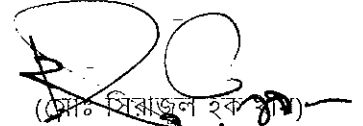
- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৩। উপপরিচালক (শুংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।


(শোমসুদ্দিন খান)
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মেহেদী হাসান (৪০৩১৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিষ্ট্রার (ইএনটি), শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া গত ০৯.০৯.২০১৭-হতে ০৫.০৮.২০১৮ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে লিয়েন কর্মরত ছিলেন এবং আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষে মাধ্যমে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কর্মকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।


(~~ডাঃ মিরাজুল হক~~)
সচিব